দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 15 MAY 2005
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৭

বোর্ডের পরীক্ষা ও প্রসঙ্গ কথা

গত বৃহস্পতিবার সারাদেশে ৭টি শিক্ষা বোর্ডের অধীন উচ্চ মাধ্যমিক এবং মাদ্রাসা বোর্ডের অধীন আলিম, ফাজিল ও কামিল পরীক্ষা শুরু হইয়াছে। এবার উচ্চ মাধ্যমিকের মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা হইতেছে ৪ লাখ ২২ হাজার ৪৭৪ জন। অপরদিকে মাদ্রাসা বোর্ডের পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৭৬ হাজার ৪০৫ জন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় অন্যান্য বছরের মত এ বছরও নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা নেওয়ার সকল ব্যবস্থা করিয়াছেন। এবারের পরীক্ষায় যাহা লক্ষণীয় তাহা হইতেছে মানবিক বিভাগের পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ব্যবসা বিভাগের দ্বিগুণ এবং বিজ্ঞান বিভাগের আড়াইগুণ। পরীক্ষা কতটা নকলমুক্ত হইবে তাহা কয়েকদিনের মধ্যে বোঝা যাইবে। তবে নকল অন্যান্য বছরের তুলনায় যে কম হইবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ, পরীক্ষা কেন্দ্রে যে কড়াকড়ি আরোপ করা হইয়াছে তাহাই নয়। পরীক্ষায় অযোগ্য ছাত্র-ছাত্রীরা যাহাতে অংশগ্রহণ করিতে না পারে সেজন্য কলেজ বাছাই পরীক্ষারও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। এ সমস্ত কারণে ধারণা করি, নকলের প্রস্তুতি নিয়া নয় এবার প্রকৃত পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়া ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষা কেন্দ্রে আসিবে। ফলে এবার পরীক্ষায় নকল আগের তুলনায় অনেক কম হইবে এবং পরীক্ষা কেন্দ্রগুলিতে পরীক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বিরাজ করিবে। আমাদের স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসা হইতে প্রকৃত ও উচ্চমানের ছাত্র-ছাত্রী বাহির করিয়া আনা খুব সহজ ব্যাপার নয়। প্রথম সমস্যা ছাত্র-ছাত্রীদের পারিবারিক দারিদ্র্য। দ্বিতীয় সমস্যা শিক্ষকদের শিক্ষার ঘাটতি এবং নিম্নমানের প্রশিক্ষণতা। তৃতীয় সমস্যা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক দুর্বলতা। চতুর্থ সমস্যা বোর্ডের অব্যবস্থা, দুর্নীতি ও প্রশ্নপত্রের ভুলভ্রান্তি। এ সমস্যাগুলি কাটাইয়া উঠা অত্যন্ত কঠিন। ইহা কাটাইয়া উঠা সম্ভব হইলে উচ্চমানের ছাত্র-ছাত্রী পাওয়া কখনো কঠিন হইবে না।

তবে উন্নত দেশের সকল ছাত্র-ছাত্রী বা শিক্ষকরা যে সকল ক্ষেত্রে উচ্চমানের ইহা কিন্তু মনে করার কোন কারণ নাই। বিষয়টি যেহেতু মেধার সেজন্য কখনোই সকল ছাত্র-ছাত্রী সমান মানের হইতে পারে না। অন্যদিকে ঐ সমস্ত দেশে আমাদের দেশের মত এখানে ওখানে নিম্নমানের স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ও রহিয়াছে। ইহার পাশাপাশি অত্যন্ত উচ্চমানের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ও আছে। উচ্চ মেধা ও আর্থিক সামর্থ্য না থাকিলে শেষোক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করা প্রায় অসম্ভব। ভর্তি হইতে পারিলেও পড়াশুনা ও পরীক্ষার চাপে পড়িয়া কম মেধার ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করিয়া মাঝারি মানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চলিয়া যায়। বিশেষ করিয়া বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের বেলায় ইহা বেশী প্রযোজ্য। বলা বাহুল্য, উন্নত দেশে উচ্চমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ছাত্র-ছাত্রীদের যোগ্যতার কদর চাকরি ক্ষেত্রে অনেক বেশী। অন্যদিকে জব মার্কেটের চাহিদা অনুযায়ী ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষণীয় বিষয় নির্বাচন করে। এ কারণে উন্নত দেশে বেকার সংখ্যা কম। বাংলাদেশে উপরোক্ত বিষয়ে কোন বাছবিচার নাই। পাস করার মত সহজ বিষয় পাইলেই সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা তাহাই নির্বাচন করে। বস্তুতঃ যে কারণে মানবিক বিভাগে নিম্নমেধার ছাত্র-ছাত্রীরা যেমন ভর্তি হয় বেশী, ঠিক তেমনি তাহারা যে বিষয় পাঠ্য হিসেবে গ্রহণ করে চাকরির বাজারে তাহার গ্রহণযোগ্যতা কম। আরো একটি বিষয় এখানে উল্লেখযোগ্য, দুনিয়ার কোন দেশে বাংলাদেশের মত এত ছাত্র-ছাত্রী স্নাতকোত্তর ক্লাসে ভর্তি হয় না। কেননা স্নাতক ডিগ্রীর মান উচ্চ বলে চাকরির জন্য এ ডিগ্রীই যথেষ্ট। কেবল যাহারা শিক্ষকতা ও গবেষণা কর্মে উৎসাহী কেবল তাহারা স্নাতকোত্তর ক্লাসে ভর্তি হয়। এ বিষয়টি উল্লেখ করা হল এই জন্য যে, বাংলাদেশে চাকরির বাজার তৈরি করা হয় নাই। স্নাতক ও তাহার নীচের ক্লাসের প্রশিক্ষণ মানও উন্নত নয়। ধারণা করি, স্নাতক ও তাহার নীচের ক্লাসগুলির মান উন্নত করা এবং এখান হইতে পাস করাদের যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরির ব্যবস্থা থাকিলে ছাত্রছাত্রীরা অধ্যয়নে আরো বেশী মনোযোগী হইবে এবং শিক্ষাখাতে সরকারের অপব্যয় হ্রাস পাইবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় পরীক্ষায় নকল বন্ধের পদক্ষেপ নিয়া একটি ভাল কাজ করিয়াছেন। আমরা ইহার প্রশংসা করি। কিন্তু এ ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ কী তাহাও সরকারকে অবশ্যই ভাবিতে হইবে। মন্ত্রণালয় নকল বন্ধ করিয়া হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকিলে নকল বন্ধ স্থায়ী হইবে বলিয়া মনে হয় না। তাহাছাড়া স্কুল ও মাদ্রাসায় বাংলা, ইংরেজী ও অংকের ভাল শিক্ষক নাই। সুতরাং শিক্ষাক্ষেত্রে এইরূপ অবস্থা বিদ্যমান থাকিলে ছাত্র-ছাত্রীদের দুর্বলতাও কখনো দূর করা যাইবে না। নকল বন্ধ হইলেও ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চ ক্লাসে ফেলের হার বেশী থাকিবে। আমরা উন্নতমানের ছাত্র-ছাত্রী ও নাগরিক চাই। দেশের জন্য ইহারা অপরিহার্য। কিন্তু বর্তমান শিক্ষা ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় তাহা পাওয়া খুবই কঠিন। তাই সরকারের উচিত এ ক্ষেত্রে বিরাজিত দুর্বলতাগুলি দূর করা।